সিডনী প্রবাসী আরিফ দেশে লাঞ্চিত

রকিবুল হাসান

সিডনী প্রবাসী মোসলেহ্‌দ্দীন আরিফ সম্প্রতি বাংলাদেশে তারই সমর্থিত দলের সাথী ও সদস্য কর্তৃক নির্মমভাবে প্রহৃত ও লাঞ্চিত হয়েছে। উক্ত আরিফ বাংলাদেশ বি.এন.পি'র অঙ্গ সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রিয় কমিটির একজন নেতা। গতবছর একবার দেশে গিয়ে ফুলের মালা গলায় দেয়া ছবি সহ কিছু পোষ্টার নিয়ে সিডনীর বিভিন্ন বাংলাদেশী দোকানের ঝাঁপে-ঝাঁপে চিকামারার মত ঝুলিয়ে দিয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার মত একটি সভ্য সামাজিক দেশে বাংলাদেশী প্রকৃয়ায় এরকম আত্মপ্রচার ও 'একে ধরিয়ে দিন' ধরনের পোষ্টারগুলো দেখে অনেকে চোখ কপালে তুলে, জিজ্ঞেস করে, 'ছেলেটি কে-রে?' কেউ কেউ ভেবেছিল ছেলেটি হয়ত মারা গেছে তাই তার স্মরনে কোন শোকসভা হবে। (ইন্নালিল্লাহ হেঃ হেঃ)। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট পাওয়ার পর 'আত্মপ্রচার' রোগে আক্রান্ত আরিফ পুনরায় দেশে ছুটে যায়। সেখানে দলের লোকদের সাহায্যে বি.এন.পি প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছবিও তোলার সুযোগ সে করে নেয়। সেই ছবিটি আত্মপ্রচারের লিফলেট নামে পরিচিত সিডনী'র একটি বাংলা 'ফত্রিকা'তে ছাপিয়ে সে দেশে তার রাজনৈতিক সফলতার কথাও প্রচার করে।

ঘটনায় প্রকাশ গত মঙ্গলবার (১৩/০৯/২০১১) সন্ধ্যে আনুমানিক ৭.৩০টায় ঢাকার পুরানা পল্টনে অবস্থিত বি.এন.পি'র স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে উক্ত দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাপ্ত খবর থেকে জানা যায় যে দলের পক্ষে একটি স্মরণীকা ছাপানোর বিষয় নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় আরিফের সাথে ঢাকার কিছু লোকাল-নেতার তর্ক শুরু হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে আরিফ ইংরেজীতে কিছু বাজে শব্দ ব্যবহার করে লোকাল-নেতাদেরকে ঝাড়তে থাকে। আরিফের ব্যকারনহীন ও ভুল উচ্চারনের অশ্লিল ইংরেজী শুনে একজন নেতা লজ্জায় ক্ষেপে যায়। আরিফ তাতেও থামেনি, তারপরেও অনর্গল অষ্ট্রেলিয় ইংরেজীর আনা-গনা ও মাইট্ শব্দ ক'টি ব্যবহার করে বাগাড়ম্বর করতে থাকে। আরিফের ধৃষ্ঠতা ও ভুল ইংরেজী শুনে শেষাব্দি লোকাল-নেতারা ধৈর্য্যহারা হয়ে যায়, অতঃপর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উক্ত ঝঞ্জাটের সময় উপস্থিত ছিলেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা শফিউল বারী (বাবু) এবং দপ্তর সম্পাদক বাচ্চু। বাবুর উপস্থিতিতে এবং মধ্যস্থততায় সৌভাগ্যক্রমে আরিফ সে যাত্রায় মারাত্মক বিপদ থেকে বেঁচে যায়। নতুবা অষ্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট দেখিয়েও নিজ দলের লোকদের লাঞ্চনার হাত থেকে আরিফ সেদিন রেহাই পেত না।

সুশীল সমাজ মনে করেন অষ্ট্রেলিয়াতে বাস করে বিধায় সীমাবদ্ধ ইংরেজী বুলি আউড়িয়ে স্বদেশী সাথীদেরকে অসম্মান করা উচিত নয়। শিক্ষিত ও ভদ্রলোকরা সাধারনত দেশে গেলে সর্বদা বিনয়ী ও নম্র থাকে এবং 'লো-প্রোফাইল' মেনটেইন করে চলে। যারফলে সাধারন লোক সহজেই বুঝতে পারেনা লোকটি আসলে দেশে থাকে না বিদেশে! কিন্তু দুর্ভাগ্য, এধরনের সুবচন ও বুদ্ধিমান বাঙ্গালী সিডনীতে বিরল। দেশে গিয়ে সবাই 'মুরগীর দেশে শেয়াল রাজা' হতে চায়। অনেক অবোধ বুঝতেই চায়না যে বাংলাদেশের জনগন এখন আর প্রবাসীদেরকে সহজে 'পোঁচে' না। বরং তারাই সিডনীতে এসে প্রবাসীদের 'খেদমত' গ্রহন করে থাকে। প্রমানিত সত্য হিসেবে দেখা যায় যে, সিডনীবাসী পরিবহন শ্রমিক থেকে শুরু করে তথাকথিত দেশি উকিল-ব্যারিষ্টার ও মাইগ্রেশন দালালরা সকলেই দেশ থেকে আগত নেতাদের 'পঞ্চম অঙ্গ' সেবা দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কে কোন নেতাকে রাতে ক্যাসিনোতে নিয়ে যাবে, নেতাকে কে কিংস ক্রসের গণিকালয়ে নিয়ে যাবে, ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে কে কোন পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবে, এ নিয়ে চলে মহা প্রতিযোগীতা। আর এসকল চামচারাই দেশে গিয়ে নিতে চায় সেই সকল নেতাদের সেবা! কি ধৃষ্ঠতা!!

আরিফের শারীরিক লাঞ্চনার কথা শুনে সিডনীবাসী অনেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। সকলে আরিফের দ্রুত নিরাময় এবং নিরাপদে অষ্ট্রেলিয়াতে ফিরে আসার জন্যে আশির্বাদ করছে।

------ সংবাদ সংশোধনে আবু নোমান, সিডনী